আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তেরো

বুধবারের পূর্বাভাস (আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে)

বালুরঘাট ঃ সর্বনিম্ন ১৪.৫° সর্বোচ্চ ২৫.৮°
মালদা ঃ সর্বনিম্ন ১৬.৬°, সর্বোচ্চ ২৮.৪°
রায়গঞ্জ ঃ সর্বনিম্ন ১৩.০°, সর্বোচ্চ ২৬.০°

শ্রীমতী সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি

সুচন্দন কর্মকার

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে কালিয়াগঞ্জের অংশে শ্রীমতী নদী সংস্কার করার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার বিডিওকে স্মারকলিপি দিল নদী ও পরিবেশ বাঁচাও কমিটি। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে এই স্মারকলিপি এদিন পেশ করা হয় কালিয়াগঞ্জের বিডিও মহম্মদ জাকারিয়াকে। সংগঠনের সভাপতি তপন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক স্বপন ব্রহ্ম, সহসম্পাদক কাঞ্চনকুমার দে'রা এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় দেখা করেন বিডিও'র সঙ্গে। শ্রীমতী নদী সংস্কার নিয়ে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে আলোচনায় বসেন কালিয়াগঞ্জ নদী ও পরিবেশ বাঁচাও কমিটি। বিডিও জানান, ইতিপূর্বেই জেলাশাসক আয়েষা রানি এ কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতী নদীকে ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

এদিন শ্রীমতী নদী সংস্কার ইস্যুতে স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংগঠনের সহসম্পাদক কাঞ্চনকুমার দে বলেন, শীঘ্রই এই গুরুত্বপূর্ণ নদী সংস্কার না হলে একাধিক সমস্যা তৈরি হবে। বাংলাদেশে উৎপত্তি হওয়া শ্রীমতী নদী মজে গিয়ে জলধারা নেই বললেই চলে। ফলে এই নদীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে যে চাষাবাদ হত, তা এখন চরম সংকটে। এর সঙ্গে হারিয়েছে নদীয়ালি মাছ। আগে এই নদীর মাছ ধরে বহু মানুষ সংসার চালাতেন। সব চেয়ে বড়ো বিষয়, এই নদী মৃতপ্রায় হওয়ায় নষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে তাই শ্রীমতী নদী সংস্কার করে এতে জলধারা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি বলে জানাচ্ছেন শিক্ষক কাঞ্চনবাবু। যেভাবে রায়গঞ্জে বাংলাদেশ থেকে আসা কুলিক নদীর সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে সেভাবেই কালিয়াগঞ্জে হোক শ্রীমতী নদী সংস্কার। দাবি নদী ও পরিবেশ বাঁচাও কমিটির। এদিকে বিডিও মহম্মদ জাকারিয়া বলেন, ২০১৬ সালেই ব্লক প্রশাসনের তরফে পঞ্চায়েতগুলির সহযোগিতায় শুরু হয়েছিল শ্রীমতী নদী সংস্কারের উদ্যোগ। এর পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধান কার্তিক পাল শহরের নিকাশি ব্যবস্থার স্বার্থে শ্রীমতী নদী সংস্কারের দাবি পেশ করেছিলেন। এই দুই প্রয়াসের ফলে ২০১৭ সালে শ্রীমতী নদীকে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন জেলাশাসক। রায়গঞ্জের কুলিকের সংস্কারপর্ব শেষে কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতী সংস্কার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা।

আন্তর্জাতিক প্রেম দিবসের আগে মালদার বাজার ভরেছে ভিনরাজ্যের দামি ফুলে। –সংবাদচিত্র

একই দিনে শিবরাত্রি–ভ্যালেন্টাইনস্ ডে

জোর লড়াইয়ে ধুতরো পিছনে ফেলল গোলাপকে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত পোহালেই শিবরাত্রি। রাত পোহালেই ভ্যালেন্টাইনস্ ডে। এই দুই উৎসবে মাততে চলছে আমজনতা। এই দুই উৎসবেই মূল ফুল। ভ্যালেন্টাইনস্ ডে-র ফুল গোলাপ। শিবরাত্রির ফুল ধুতরো, আকন্দ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ফুল হলেও পাশ্চাত্যের গোলাপকে চাহিদার দিক দিয়ে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে প্রাচ্যের ধুতরো, আকন্দ। এই দুই উৎসবের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে মালদা শহরে যখন ধুতরো, আকন্দ ফুলের আকাল দেখা দিয়েছে, যখন দাম আকাশছোঁয়া, ঠিক তখনই গোলাপ বিক্রি করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে বিক্রেতাদের। বিক্রেতাদের মাথায় হাত পড়েছে ফুলবাজারে খদ্দেরের উপস্থিতি দেখে।

মঙ্গলবার মালদা শহরের ফুলবাজারে গিয়ে দেখা গেল খদ্দের নেই বললেই চলে। বিক্রেতারা যে যার মতো দোকানে একটা খদ্দেরের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে রয়েছেন। সামনে সাজানো থরে থরে লাল গোলাপ। রংবেরং-এর গোলাপ, জারবেরা কিংবা অর্কিড। ফুল বিক্রেতা আদিত্য বাড়ুই কিংবা দেবাশিস দত্তরা বলেন, খদ্দের নেই বললেই চলে। বাজারে ফুল কিনতে আসছে না প্রেমিক-প্রেমিকারা। অথচ প্রতিবছর আগেরদিন ফুলবাজারে পা ফেলার জায়গা থাকত না। যদিও এখনো আশা ছাড়তে রাজি নয় আদিত্যরা। ওদের কথায় যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশা। হয়তো বুধবার সকাল থেকেই শুরু হবে কেনাকাটা। ফুল বিক্রেতারা জানান, দুটো সমস্যার জন্য এবার ভ্যালেন্টাইনস্ ডে তে গোলাপের চাহিদা কম। এক অত্যাধুনিক মোবাইল। দুই একই দিনে শিবরাত্রি পড়ে যাওয়া। কারণ, এখনো ভ্যালেন্টাইনস্ ডে পালনের চাইতে শিবরাত্রি পালনেই বেশি আগ্রহী মালদার মানুষ।

তাই তো যখন একেকটি গোলাপের দাম ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা, যখন একেকটি জারবেরার দাম ১৫টাকা কিংবা অর্কিডের দাম ৪০ টাকা, তখন শিবপুজোর জন্য ধুতরো ফুল বিক্রি হচ্ছে ২০-২৫ টাকায়। আকন্দ ফুলের মালা বিকোচ্ছে ৫০-৬০ টাকা দরে। তাও আকাল। বাজারে ধুতরো কিংবা আকন্দ ফুল নামলেই হুড়োহুড়ি করে বিক্রি হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। অথচ ফুলবাজারে গোলাপ পড়ে রয়েছে, কেনার খদ্দের নেই।

মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ের এক কোণে ডালিতে করে কিছু ধুতরো ফুল ও আকন্দ ফুল নিয়ে বিক্রি করতে আসে ছোটন মণ্ডল নামের এক যুবক। ঘড়ি ধরে মাত্র মিনিট দশেক। হু হু করে বিক্রি হয়ে যায় দুই ফুলই। ছোটন জানায়, এবার আবহওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য সঠিক সময়ে ধুতরো আকন্দ ফুল ফোটেনি। বাইরের জেলা থেকে আমদানিও হয়েছে সামান্য। তাই বাজারে আকন্দ ফুলের ব্যাপক চাহিদা। বিক্রিও হচ্ছে চড়া দামে।

মালদা শহরে বিকোচ্ছে ধুতরোর কুঁড়ি। ছবিটি তুলেছেন পার্থ দাস।

কালিয়াগঞ্জে শেষ হল মিলন মেলা

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হাজার হাজার মানুষের হাতে প্রসাদ তুলে দিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শেষ হল কালিয়াগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মহেন্দ্রগঞ্জ নাটমন্দিরে মহামিলন উৎসব ও মেলা। গত ৩০ জানুয়ারি সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এই মিলন উৎসব। ৬৪ প্রহর নামযজ্ঞ সমিতির পরিচালনায় কালিয়াগঞ্জের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ এই ধর্মীয় উৎসব ঘিরে গত ১৫দিন শহরের বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিরাট মেলা। এবার ৬৫ বছরে পদার্পণ করেছে এই উৎসব। আগে ৮ দিনের হরিনাম ঘিরে নাটমন্দির ময়দানে এই মিলন মেলার আয়োজন হলেও এখন তা ১৪দিনে দাঁড়িয়েছে।

নামযজ্ঞ সমিতির সভাপতি সুনীল সাহা ও সম্পাদক মিহিররঞ্জন চৌধুরিদের নেতৃত্বে এই মিলন মেলায় গত দু'সপ্তাহে কালিয়াগঞ্জ ছাড়াও আশপাশ থেকে অন্তত ২ লক্ষ মানুষের আগমন হয়েছিল। নাগরদোলা সহ মেলায় সব বয়সের মানুষের মনোরঞ্জনের উপকরণ ছিল। প্রতিবছর মাঘীপূর্ণিমায় মহেন্দ্রগঞ্জ নাটমন্দিরে এই নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও মিলন মেলার আয়োজন হয়। টানা ১০৪ প্রহর হরিনাম শেষে মঙ্গলবার দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। হাজার হাজার মানুষ পাত পেড়ে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অনুমতি ছাড়াই সবুজ ধ্বংস করার অভিযোগ রেলদপ্তরের বিরুদ্ধে

মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বনদপ্তর থেকে কোনো নির্দেশ নেওয়া হয়নি। হয়নি টেন্ডার। অথচ কেটে ফেলা হয়েছে মালদা শহরের এবিএ গণি খান চৌধুরি হাসপাতাল চত্বরের ৭০টির বেশি দামি জীবন্ত গাছ। এমনকি কেটে ফেলা গাছের কাঠেরও কোনো হদিস নেই। রেলদপ্তরের কর্তাদের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ সকলেই। হাসপাতাল চত্বর থেকে সবুজ ধ্বংস করার দায়ে রেলকর্তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান এবং মালদা জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান। রেলদপ্তরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ। স্বভাবতই চরম অস্বস্তিতে তাঁরা।

প্রয়াত এবিএ গণি খান চৌধুরি রেলমন্ত্রী থাকার সময় মালদা টাউন স্টেশনের সামনে তাঁর উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল হাসপাতাল। এই হাসপাতাল চত্বরেই তিনি বেশ কিছু শাল, সেগুন ও দেবদারু গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। এইসব গাছের জন্য সৌন্দর্য বেড়েছিল হাসপাতালের পরিবেশের। দীর্ঘ কয়েক দশকে গাছগুলি বেশ বড়ো হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি এরকমই ৭০ থেকে ৭৫টি জীবন্ত গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। রেলদপ্তরের জমিতে থাকা গাছ কাটার জন্য প্রথমে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে আলোচনা করতে হয়। নিতে হয় বনদপ্তরের অনুমোদন। সমস্ত নিয়ম পার করার পর টেন্ডার ডেকে গাছগুলি কাটা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনোরকম নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ। নিয়ম না মেনে গাছ কাটায় ক্ষুব্ধ রেল ইউজার্স কমিটির সদস্য তথা ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। তিনি বলেন, রেলদপ্তর যে কাজ করেছে তা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। এধরনের তুঘলকি কাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হবেন তিনি। একই সুর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। তিনি বলেন, মালদা শহরকে গ্রিন সিটির আওতায় নিয়ে এসে সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নিয়েছে পুরসভা। সেই সময় রেলকর্তাদের এই ধরনের আচরণ মেনে যাওয়া যায় না। নিয়ম না মেনে সবুজ ধ্বংস করার অপরাধে অভিযুক্ত রেলকর্তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনে এফআইআর করা হবে বলে তিনি হুমকি দিয়েছেন। একই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মালদা জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডল। এদিকে রেল সূত্রে খবর, গাছ কেটে ফেলা হলেও দামি কাঠের হদিস নেই। অভিযোগ, কেটে ফেলা গাছ বিক্রির টাকা আত্মসাৎ করেছেন রেলকর্মীদের একাংশ। সেই টাকার বখরা ঢুকেছে রেলকর্তাদের একাংশের পকেটেও। সমস্ত অভিযোগ নিয়ে মুখে কুলুপ রেলকর্তাদের। তবে গাছ কাটার ক্ষেত্রে যে কোনো নিয়ম মানা হয়নি তা স্বীকার করে নিয়েছেন রেলদপ্তরের এক আধিকারিক উদয় চৌধুরি। তিনি বলেন, শুধুমাত্র হাসপাতাল সুপারের মৌখিক নির্দেশেই এমন কাজ করা হয়েছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বনদপ্তরের কোনো লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়নি।

রেল হাসপাতাল চত্বরের সামনে কাটা হয়েছে গাছ।

ভ্যালেন্টাইনস্ ডে'র আগের দিন বালুরঘাটে গোলাপের পসরা। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ভ্যালেন্টাইনস্ ডে নয়, বেশি আগ্রহ শিবপুজোয়

সুবীর মহন্ত ● বালুরঘাট

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গোলাপ নাকি ধুতরো। এই লড়াইয়ে আগামীকাল কে জিতবে, সেটা সময়ের ওপর ছেড়ে দিলেও, চুম্বন দিবসে কিন্তু গোলাপ কে টেক্কা দিল ধুতরো, আকন্দ ফুল। এদিন বালুরঘাটে অন্তত এমনই ছবি ছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেম দিবস নয় বরং শিবরাত্রির ব্রত পালনই করবে বলে এদিন বহু ছাত্রীই জানিয়েছে। ফলে গোলাপের দাম গতবছর ৫০ টাকা পর্যন্ত ছুঁলেও এবছর দাম বাড়ানো যাবে কিনা, তাতে সন্দিহান ফুল বিক্রেতারাই।

১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেম দিবস হিসাবে পালিত হয় বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে। ওই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে বেরোতে পারেনি বালুরঘাটের গ্রামবাংলার প্রেমিক-প্রেমিকারাও। ৭ দিন ধরে প্রেম সপ্তাহ পালনের পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে পালন করে তারা। তবে এবারে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিবরাত্রি। হিন্দুরীতি মেনে ওই ব্রত পালন করলে মেয়েরা ভালো ঘরসংসার পায় বলে ধারণা। ফলে নির্জলা উপবাস থেকে শিবলিঙ্গে ফুল জল, বেল দেওয়া রেওয়াজ রয়েছে মেয়েদের। কিন্তু একই দিনে প্রেম দিবস ও শিবরাত্রি পড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে প্রচুর ছাত্রী।

স্বাভাবিকভাবেই ফুল বিক্রেতারাও চিন্তিত। চলতি বছরে স্থানীয় গোলাপ ফুল ১০ টাকা ও ভিনরাজ্যের ফুল ৩০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। একই সঙ্গে ধুতরো ফুল ১৫ টাকা ও আকন্দ ফুল ১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ধুতরো দাম আগেরবারও একই ছিল। কিন্তু প্রেম দিবসের দিন গোলাপের দাম বেড়ে গেছিল। লাভের মুখ দেখেছিল বিক্রেতারা। কিন্তু এবারে কী হয় সেই চিন্তায় ঘুম কেড়েছে তাঁদের।

বালুরঘাট গার্লস কলেজের ছাত্রী কোয়েল ঘোষ, পাপিয়া সাহারা জানায়, ঐতিহ্য মেনে শিবরাত্রির ব্রত পালন করব। প্রেম দিবস আগামী রবিবার পালন করব। আড্ডা দেব। মন খারাপ অনেক কিশোরেরও। তাদের কথায় এবারে ঘোরার প্ল্যান মাটি। কাল ব্রত পালন করবে বলে প্রেমিকারা বাড়ি থেকে বেরোতেই চাইছে না।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগ

গঙ্গারামপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত অনিলা নন্দী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যার জেরে থমকে গেছে ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়া।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই অনিলা নন্দী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ঢিমেতালে কাজ চলতে থাকে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এছাড়া নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে স্কুলের ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা গৌর সাহা বলেন, অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সিমেন্টের মধ্যে চাপ ধরে তা নষ্ট হয়ে গেছে। এত নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হলে যে কোনো সময় স্কুল ভেঙে পড়তে পারে। এছাড়া এই নির্মাণের ক্ষেত্রে হিসাবে স্বচ্ছতা নেই বলেও জানতে পারছি। তাই ইঞ্জিনিয়ার সহ স্কুল কমিটি না আসলে ভবন নির্মাণ করতে দেব না। স্থানীয় বাসিন্দা তাপস পাল বলেন, আমরা ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে জানতে চেয়েছি। কিন্তু তিনি এবিষয়ে কিছুই বলেননি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সর্বাণী ঘোষের কাছে এবিষয়ে জানতে চাইলেও তিনি কিছু জানাতে চাননি। উলটে তিনি উত্তেজিত হয়ে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপ শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট স্কুলের নির্মাণকাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজীবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমল দাসের ওপর। এপ্রসঙ্গে অমলবাবু বলেন, অনিলা নন্দী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার সম্মতির ভিত্তিতে সেই স্কুলের নির্মাণের দায়িত্বভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী থেকে স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজ ও তার গুণগতমান পরিদর্শনের ভার প্রধান শিক্ষিকার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তাহলে তিনি এতদিন সরব হয়নি কেন?

তোলপাড় গঙ্গারামপুর

বিষয়টি নিয়ে বিডিও বিশ্বজিৎ ঢ্যাং ও পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

ছক্কা হাঁকিয়ে
২০ লাখ ছাড়িয়ে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক সংখ্যা
এই প্রথম ২০ লাখ অতিক্রম করল

Indian Readership Survey–এর সমীক্ষা অনুসারে ২০১৭ সালে উত্তরবঙ্গ সংবাদের গড় দৈনিক পাঠক সংখ্যা ২০.০৭ লাখ